আজকের পত্রিকা (/)

Image View Text View Download Image

মানহীন শিক্ষাব্যবস্থা ও বিদেশে পড়াশোনা

আবু তাহের খান
সাবেক পরিচালক,
বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের সংবিধান বাস্তবায়নের মূল হাতিয়ার যে জাতীয় সংসদ, সেই সংসদকে প্রায় পুরোপুরিই অকার্যকর করে ফেলা হয়েছে। কারণ, তাঁদের সন্তানদের মধ্যে এই সংখ্যা খুবই নগণ্য, যাঁরা ভবিষ্যতে এই সংসদের সদস্য হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হবেন।

১৬ সেপ্টেম্বরের আজকের পত্রিকার শীর্ষ সংবাদ ছিল '২৯ সচিবের ৪৩ সন্তান বিদেশে'। রাষ্ট্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জীবনযাপনের একটি দিক নিয়ে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনের তথ্য খুবই সুনির্দিষ্ট ও আগ্রহোদ্দীপক হলেও বিষয় হিসেবে তা মোটেও নতুন কিছু নয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই জানে যে এ দেশের বিত্তবান রাজনীতিক, বুদ্ধিমান আমলা, লোভী ব্যবসায়ী ও অন্যান্য প্রভাবশালী শ্রেণির নাগরিকদের সন্তানদের বেশির ভাগই এখন বিদেশে পড়াশোনা করছেন। এমনকি শুধু পড়াশোনা নয়, তাঁরা তাঁদের স্থায়ী বসতিও গড়ে তুলছেন বিদেশের মাটিতেই। অধ্যয়ন, বসবাস, পেশাবৃত্তি সবই যাঁদের বিদেশকেন্দ্রিক, তাঁদের চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনার চৌহদ্দিতে বিদেশই যে এখন সর্বাধিক প্রবল এবং স্বদেশ সর্বাধিক অবহেলিত হয়ে থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। উল্লিখিত এই বিদেশমুখিতা শুধু সচিবদের সন্তানদের বিদেশে পড়াশোনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং দেশের অন্যবিধ সম্পদ, মেধা, দক্ষতা ইত্যাদি পাচার করে নিয়ে এ দেশকে অকার্যকর, অনাকর্ষণীয় ও সম্ভাবনাহীন করে তোলার মাধ্যমে বিদেশকেই এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য করে তোলা পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে আছে।

যে দেশের ক্ষমতাসীন নীতিনির্ধারক, বিত্ত ও ক্ষমতার মূল অংশীদার এবং অন্যান্য প্রভাবশালী মহলের কারও সন্তানেরাই দেশে থাকেন না, সে দেশকে যে তাঁরা ও তাঁদের সন্তানেরা একই সঙ্গে উপনিবেশের মতো করে ব্যবহার করবেন, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুত সেটাই এখন তাঁরা করতে শুরু করেছেন। পারস্পরিক যোগসাজশে তাঁরা (জনবিচ্ছিন্ন স্বেচ্ছাচারী রাজনীতিক, চতুর মুৎসুদ্দি আমলা, লোভী প্রতারক ব্যবসায়ী, সুবিধাবাদী টাউট প্রমুখ) এখন নিজ দেশের সম্পদ লুট করে নিয়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ে নিজেদের জন্য শুধু নতুন আবাসভূমিই গড়ে তুলছেন না, একই সঙ্গে বাংলাদেশকে পশ্চাদ্ভূমি হিসেবে ব্যবহার করে এখানে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের এক নতুন প্রক্রিয়ারও প্রবর্তন ঘটিয়েছেন।

ইরানের শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভি (শাসনকাল: ১৯৪১-৭৯), ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস (শাসনকাল: ১৯৬৫-৮৬) প্রমুখের সম্পদ লুণ্ঠন ও শোষণের ধারা ও বিস্তার মূলত পারিবারিক পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে এটি অন্যায় ও নিন্দনীয় হলেও এর নেতিবাচক প্রভাব পুরো রাষ্ট্র ও সমাজকে অতটা ব্যাপকভাবে আচ্ছন্ন করতে পারেনি, যতটা বাংলাদেশের বর্তমান জোটবদ্ধ শোষণ ও লুণ্ঠন-প্রক্রিয়ার আওতায় ঘটছে। এখানে রাজনীতিক, আমলা, ব্যবসায়ী, সামাজিক টাউট—সবাই মিলেমিশে এমনই একাকার হয়ে গেছেন যে দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা এখন বস্তুতই পরস্পরের ঘনিষ্ঠ মিত্র ও সহযোগী। আর সেই পাচারে রাষ্ট্র শুধু সহযোগীই নয়, কখনো কখনো উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাদাতাও। দৃষ্টিভঙ্গিটি হচ্ছে এই, ভাগ-বাঁটোয়ারার মাধ্যমে সুবিধার ভাগ দিয়ে প্রভাবশালী শ্রেণি ও গোষ্ঠীর মানুষদের মুখ যতটা সম্ভব বন্ধ করে রাখা, যাতে তাঁরা কোনোরূপ অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে এবং নিজেদের সুবিধাভোগের ধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে বিদ্যমান লুণ্ঠনব্যবস্থার প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখেন।

দেশ এখন আসলেই একটি জোটবদ্ধ লুণ্ঠন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে; যার প্রকারান্তরিক লক্ষ্য হচ্ছে, দেশকে সর্বস্বান্ত করে হলেও দেশের বাইরে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সদস্যদের জন্য একটি নতুন ঠিকানা গড়ে তোলা, যার মধ্যে ওই বেগমপাড়ার আমলা ও রাজনীতিকেরা যেমন আছেন, তেমনি আছেন সুইস ব্যাংকে অর্থ সঞ্চয়কারীরাও, আছেন সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ধনীদের তালিকায় স্থান করে নেওয়া বাঙালি ব্যবসায়ীরাও। আর তা করতে গিয়ে দেশের ব্যাপারে তাঁরা যে শুধু নিরাসক্তই হয়ে পড়েছেন তা-ই নয়, দেশকে তাঁরা ক্রমান্বয়ে বসবাসের অযোগ্যও করে তুলছেন। আর সেই প্রক্রিয়ারই অংশ হিসেবে রাষ্ট্রের অবহেলা ও নির্লিপ্ততায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আজ অধঃপতনের শেষ পাতে। কারণ এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভালো-মন্দে তাঁদের কিছুই যায়-আসে না। কেননা, তাঁদের সন্তানেরা এ ব্যবস্থার আওতাধীন নন। ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে দলীয়ভিত্তিক করার মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের হাজার বছরের ঐক্য ও সংহতির শক্তিটি নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, তাঁদের সন্তানেরা এসব গ্রামে বসবাস করবেন না।

পাঁচ বছর পর পর একবার নির্বাচনী বৈতরণি পার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা দেশের আমলাতন্ত্রকে এমনই দলীয় হীনতায় গড়ে তোলা হয়েছে, একে আর যা-ই বলা যাক, একটি স্বাধীন দেশের উপযোগী পেশাদার রাষ্ট্রীয় কর্মী বাহিনী হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়, যাদের কথা ম্যাক্সওয়েভার বলেছিলেন।

বাংলাদেশের সংবিধান বাস্তবায়নের মূল হাতিয়ার যে জাতীয় সংসদ, সেই সংসদকে প্রায় পুরোপুরিই অকার্যকর করে ফেলা হয়েছে। কারণ তাঁদের সন্তানদের মধ্যে এই সংখ্যা খুবই নগণ্য যাঁরা ভবিষ্যতে এই সংসদের সদস্য হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হবেন; বরং তাঁদের মধ্যে সেই সংখ্যাই অধিক, যাঁরা নয়া আবাসিত দেশের সংসদের সদস্য হয়ে ওঠার কথা ভাবেন কিংবা ইতিমধ্যে কেউ কেউ তা হয়েও গেছেন।

মোটকথা, বাংলাদেশ বর্তমানে এমনই এক রাষ্ট্র এবং সেখানে বিরাজমান রয়েছে এমনই এক সমাজ, যা উপরোল্লিখিত বিত্তবানের সন্তানদের তো টানেই না, এমনকি যাঁরা বিদেশে পাড়ি জমানোর সামর্থ্য রাখেন না, তাঁদেরও টানে না। ফলে নতুন প্রজন্মের যে সদস্যরা সামর্থ্যের অভাবে বিদেশে যেতে পারেননি বা পারছেন না, তাঁরাও চরম হতাশা নিয়ে এখানে বসবাস করছেন, আর বিদেশে যেতে না পারার আফসোসে নিয়ত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন; অর্থাৎ এখানে থেকে যাওয়াদের একটি বড় অংশই এখন হতাশাগ্রস্ত, যা একটি জাতির জন্য খুবই উদ্বেগের বিষয়। আর হতাশাগ্রস্ত জাতির পক্ষে কোনোদিনই একটি সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তবে তরুণদের এই হতাশা শুধু যে তাঁরা বিদেশে যেতে পারেননি বলেই, এমনটি নয়; বরং তা এ জন্যও যে বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থার আওতাধীন অনুষঙ্গগুলোর প্রায় কোনোটিই তাঁদের অনুকূলে নেই। আর সেই প্রতিকূল অবস্থায় প্রতিনিয়তই তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন, চলমান মানহীন শিক্ষাব্যবস্থা তাঁর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে না, পুঁতিগন্ধময় ও ভাঁড়ামিপূর্ণ চলমান রাজনীতি তাঁকে আকর্ষণ করতে চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে, হীন মূল্যবোধতাড়িত সমাজ তাঁকে বসবাসের আনন্দ জোগাতে পারছে না, এমনকি উচ্চতর মাথাপিছু আয়ের গল্পও বাস্তবে ক্রমেই ফিকে হয়ে আসছে।

সচিব ও তাঁদের মিত্রশ্রেণির সন্তানেরা বিদেশে পাড়ি জমিয়ে সে হতাশা থেকে মুক্ত হলেন বটে, কিন্তু ক্ষমতাহীন সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের সন্তানদের কী হবে?

৫২ বছরের ব্যবধানে এ দেশে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা খুবই সম্ভব ছিল, যা সচিব-অসচিব সবার সন্তানের জন্যই সমানভাবে উপযোগী হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু সেটি তো করা হলোই না; বরং রাষ্ট্রীয় উপেক্ষা, অবহেলা ও অদক্ষতার মিশেলে শিক্ষার মানের অধঃপতন ঘটাতে ঘটাতে সেটিকে পতনের এমনই নিম্নস্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা দিয়ে আর যা-ই হোক চারপাশের চলমান বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়।

Copyright 2023 All Rights Reserved.